

## অনন্ত বিজয়কে

অনন্তকে আবারো ধন্যবাদ প্রশ্ন সম্বলিত লেখার জন্য। যা বলেছিলাম, আমি কিন্তু প্রশ্নকে খুব ভয় পাই। তার মূল কারণ হচ্ছে আমার নিজের জ্ঞান যেমন অত্যন্ত সীমিত তেমনি আবার উত্তর দেওয়ার অভ্যেস-ও নেই।

### নাম্বার-১:

সূরা আন নেসা (৪:৮২)- “এরা কি কোরআনকে (নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করে না? এই (গ্রন্থ) যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো।”

উপরোক্ত আয়াতে সরাসরি বলা নেই যে, কোরানে কোন গরমিল বা বৈষম্য নেই। এটাকে একধরনের টেস্ট (‘ফলসিফিকেশন টেস্ট’) হিসেবে ধরে নিতে পারো। অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে কোরানকে ভুল প্রমাণ করার জন্য। মুক্তমনে কোরান পড়ে যে কেহ তা গ্রহন (গ্রহণযোগ্য হলে) বা বর্জন (বর্জনযোগ্য হলে) করতে পারেন। তবে নিজের সাথে প্রতারণা করা যাবে না নিশ্চয়!

আয়াত ৩:৭ এসব (রূপক) বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না জ্ঞানী ব্যক্তির (এসব ব্যাখ্যার পেছনে অনর্থক সময় ব্যয় না করে বরং) বলে, আমরা তো এর (সবটুকুর) ওপর ঈমান এনেছি, এই সবগুলো তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই (আমাদের দেয়া হয়েছে, সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত থেকে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ দোযখ-বেহেশতের কথা ধরে নিতে পারো। দোযখ-বেহেশতকে কোরানে রূপক আকারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এরকম বিষয় নিয়ে অনর্থক সময় ব্যয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, সেই বর্ণনার বাস্তবতা এই পার্থিব/টেম্পোরাল জগতে হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব না।

আয়াত ৩:৭ দিয়ে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, কোরান সম্পূর্ণ লিটারাল নয়। কিছু রূপক আয়াত-ও আছে। যুলকারনায়নের ঘটনা আমি কিন্তু লজিক্যালি ব্যাখ্যা করেছি, যেহেতু সেই আয়াতে সরাসরি রূপকের কথা বলা হয় নি। দয়া করে আমার লজিক আরেকবার দেখে নিতে পারো। এবং আমি মনে করি সেই লজিক-ই যথেষ্ট। পাসাপাসি আমি ‘রূপক’ ইসু-ও নিয়ে এসেছি। এখানে ‘রূপক’ ইসু নিয়ে আসাটা হয়তো আমার ভুলও হতে পারে।

(a) বিষয়টাকে এভাবে পরিস্কার করে বলা যায় : যে সকল আয়াতকে সরাসরি রূপক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সকল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা-ই জানেন (যেমন : দোযখ-বেহেশত সহ আরো কিছু)। আর যে সকল আয়াতে সরাসরি রূপকের কথা বলা হয় নি সে সকল আয়াত হয়তো মানুষের পক্ষে লজিক্যালি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

(b) ‘দুনিয়ার কেইই বুঝবেনা’ - এরকম আয়াত কোরানে হয়তো খুবই কম আছে। বেশীর ভাগ আয়াত-ই অত্যন্ত সহজ-সরল, যেগুলো তোমার মুখ থেকেও বেরুতে পারতো! সুতরাং সামান্য কিছু আয়াত না বোঝার কারণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে চলাফেরার জন্য কিন্তু কোন সমস্যা হচ্ছে না। ভুলে যাবে না যে, কোরান মানুষের জীবনের জন্য ‘একটি ওয়ে’। এরকম আরো ‘ওয়ে’ আছে। যেমন, হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, জিউস ধর্ম ইত্যাদি। তুমি ইচ্ছেমতো যে কোন একটি ‘ওয়ে’কে বেছে নিতে পারো তোমার সুবিধার জন্য।

(c) হ্যাঁ, রূপকের মতো আয়াত, যেমন দোযখ-বেহেশত, নিয়ে অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে মানুষ সেই সকল বিষয় বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা বা রিসার্স করতে পারবে না। এখানে একটা

সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে মাত্র। একটি গ্রন্থ পুরোপুরি কেহ ফলো করতে পারে না। যার যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই মানুষ ফলো করার চেষ্টা করে।

## নাম্বার-২:

আমি অনেকবার অনেকভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, প্রত্যেক মানুষ-ই একইসাথে কোন না কোনভাবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। সংশয়বাদী/অবিশ্বাসী অর্থ কিন্তু এই নয় যে সবকিছুতেই অবিশ্বাস করা! আবার বিশ্বাসী অর্থ-ও এই নয় যে সবকিছুতেই বিশ্বাস করা। ‘ফাঁক-ফোঁকর’ বলতে আমি ভুল-ভ্রান্তি বুঝাই নাই। বরং আমি ‘রূপক’ ও ‘দ্ব্যর্থহীন’ আয়াতের কথা বুঝিয়েছি, যেহেতু রূপক বিষয়টা মূখ্য ছিল গত লেখায়।

## নাম্বার-৩:

আয়াত ১৭:৩৬ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আসগর সাহেব একবার বলেছিলেন যে, সেখানে শুধুই কোরানের ভেতরের কথা বলা হয়েছে। আর তুমি বলতে চাচ্ছ শুধুই কোরানের বাহিরের কথা বলা হচ্ছে! তাহলে তোমাদের দু’জনার মধ্যে কে সঠিক? দেখা যাক, আয়াত কী বলে :

**17.35 YUSUFALI:** Give full measure when ye measure, and weigh with a balance that is straight: that is the most fitting and the most advantageous in the final determination.

**17.36 YUSUFALI:** And pursue not that of which thou hast no knowledge; for every act of hearing, or of seeing or of (feeling in) the heart will be enquired into (on the Day of Reckoning).

**17.37 YUSUFALI:** Nor walk on the earth with insolence: for thou canst not rend the earth asunder, nor reach the mountains in height.

তুমি তিনটি আয়াত থেকে কিভাবে নিশ্চিত হলে যে, আয়াত ১৭:৩৬-তে শুধুই কোরানের বাহিরের কথা বলা হচ্ছে? আমি বলেছিলাম যে, যেহেতু স্পষ্ট করে ‘বাহিরে’ বা ‘ভেতরে’ কিছু উল্লেখ নেই সেহেতু যে কোন বিষয় ধরে নেওয়া যেতে পারে।

## নাম্বার-৪:

তুমি বলেছ : “(রূপক) শব্দটি কিন্তু বাংলা আয়াতে নেই। তাহলে এখন কার অনুবাদ করা আয়াত সত্য/মিথ্যা বলে জানবো? কেউ না কেউ আরবি থেকে আয়াতটি অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করেছেন?”

ওয়েল, যারা ইতোমধ্যে কোরানকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে তাদের কাছে কিন্তু অনুবাদ কোন ফ্যাক্টর না। তাদের কাছে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, উর্দু সব-ই সমান! তার কারণ হচ্ছে, তারা তো আর ভুল-ভ্রান্তি খোঁজার জন্য কোরান পড়ে না, তাই না। এখন যাদের উদ্দেশ্য কোরানের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি ধরা তাদের কিন্তু এয়ারাবিক কোরান (অরিজিনাল ভাষা) ব্যবহার করাটা-ই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যেহেতু বেশীরভাগ মানুষের-ই এয়ারাবিকে কোন জ্ঞান নেই সেক্ষেত্রে নিদেনপক্ষে একটি ভালো ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহার করাটাই শ্রেয়। কারণ, এমন-ও তো হতে পারে যে, একটি ভুল অনুবাদের উপর ভিত্তি করে তুমি একটি ভুল প্রশ্ন করলে। আর সেই ভুল প্রশ্নের আমি (বা যে কেহ) উত্তর দিতে গিয়ে হ-য-ব-র-ল একটা কিছু বলে ফেললাম! সেক্ষেত্রে ফলাফল যে শুধু নেগেটিভ হবে তা-ই নয় পাসাপাসি বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝিও হতে পারে। হ্যাঁ, অনুবাদ করতে যেয়ে ভুল হতেও তো পারে।

## নাম্বার-৫:

হা হা, কোরানে ভালো করে সার্স দিয়ে ‘সরাসরি রূপক’ আয়াতগুলোকে আগে পৃথক করে ফেল। তারপর একটু চিন্তা করে দেখ সেই আয়াতগুলো না বোঝার জন্য তোমার বা অন্য কারো ব্যক্তিগত জীবনে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে কি না। যদি না করে, তাহলে মাত্র কিছু সংখ্যক আয়াত নিয়ে মাথা ঘামানো কি ঠিক? আরো তো হাজার-হাজার সহজ-সরল আয়াত রয়ে গেছে, তাই না। সেগুলো নিয়েই না হয় মাথা ঘামাও। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী সবায় কি বুঝতে পারে? আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি কতোজন মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে? আমি শুধু উদাহরণ দেওয়ার জন্য বললাম, তুমি যেন আবার লিটারালি নাও না।

## নাম্বার-৬:

আমি কিছুটা কৌতুকের সুরে বলেছিলাম “মানুষ যেখানে মানুষেরই তোষামোদি করছে সেখানে ‘**Lord of the Universe**’ এর তোষামোদি করতে কোন লজ্জা থাকার কথা তো না, তাই না?” শেষে আমি বলেছিলাম, “তোষামোদি ও তৈলমর্দন তোমার আবিষ্কার”। তুমি হয়তো ধরতে পারো নাই! কোরানে সাত আসমানের বিষয়টা নিয়ে আমি আর কোন মন্তব্য করতে পারছি না, কারণ আমি নিজেও জানি না। পরবর্তীতে দেখা যাবে।

দোযখ-বেহেশতকে প্রথমেই যখন রূপক বলা হয়েছে, তখন তাদের সম্বন্ধে বর্ণনাও যে রূপক হবে সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না। উদাহরনস্বরূপ, ইউনিকন’কে রূপক হিসেবে ধরে নিয়ে তার সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনাও রূপক হবে, বাস্তব হবে না। ফলে দোযখ-বেহেশতের দরজা-জানালাও নিশ্চয় রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

‘সুরক্ষিত’ বললেই যে সলিড বস্তু হতে হবে তার কোন ধরা-বাধা নিয়ম নেই। উদাহরনস্বরূপ, বায়ুমন্ডলের ওজনস্তর মানুষের জন্য একটি সুরক্ষিত ছাদের মতো (কাব্যিক অর্থে)। কারণ, ওজনস্তর মানুষকে কিছু ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে সুরক্ষা করে। মানুষের উপর ওজনস্তরের প্রভাব নিশ্চয় জানো। তাই বলে কি ওজনস্তর সলিড বস্তু? অনুরূপভাবে, ইলেকট্রিক ও ম্যাগনেটিক শক্তি ব্যবহার করেও সুরক্ষিত একটি ফিল্ড তৈরী করা সম্ভব, কিন্তু এই ‘সুরক্ষিত ফিল্ড’ কিন্তু সলিড হবে না। আয়াত ২১:৩২ এর ইংরেজী অনুবাদ দেখে নিতে পারো। এখানে ‘well guarded’ বা ‘protected’ বলতে সলিড হতেই হবে তার কোন মানে নেই।

**21.32 YUSUFALI:** And We have made the heavens as a canopy well guarded: yet do they turn away from the Signs which these things (point to)!

একটা বিষয় লক্ষ্য করো। আয়াত ২১:৩২ তে ‘canopy’র বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ‘আকাশ’ হিসেবে, আবার আয়াত ৬৯:১৬ তেও ‘sky’ এর অনুবাদ করা হয়েছে ‘আকাশ’ হিসেবে! কিন্তু ‘canopy’ ও ‘sky’ কে তো কোরানে এক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। কোরানের কোন কোন আয়াতে ‘আকাশ’ (Heaven/sky) বলতে পৃথিবীর বাহিরের গ্রহ-নক্ষত্র সহ সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং গ্রহ-নক্ষত্র তো ফেটে যেতে বা ভাঙতেই পারে। আমি কিন্তু তেমন কোন সমস্যা দেখছি না। দয়া করে আরেকবার ভেবে দেখ।

**69.16 YUSUFALI:** And the sky will be rent asunder, for it will that Day be flimsy.

বাংলা অনুবাদে ভালো সমস্যা আছে মনে হচ্ছে। ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহার করলে তোমার মনে হয়তো এই প্রশ্নগুলি আসতো না। আমি ইংরেজী অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। তোমার বাংলা অনুদাবের সাথে মিলিয়ে নিয়ে আবারো একটু চিন্তা করো।

**67.3 YUSUFALI:** He Who created the seven heavens one above another: No want of proportion wilt thou see in the Creation of (Allah) Most Gracious. So turn thy vision again: seest thou any flaw?

**82.1 YUSUFALI:** When the Sky is cleft asunder.

**84.1 YUSUFALI:** When the sky is rent asunder.

তোমার উপরোল্লিখিত তিনটি আয়াতেই ‘Heaven/sky’ ব্যবহার করা হয়েছে, ‘canopy’ বলা হয় নি। ‘মজবুত’ বলে কোন শব্দও দেখছি না! সুতরাং আয়াতগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কিছু পার্থক্য আছে যেটা বাংলা অনুবাদে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না।

কোরান বা যে কোন ধর্মগ্রন্থ পড়তে হলে স্টেপ-বাই-স্টেপ এগোতে হবে। অন্যথায় শুধু বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। প্রথমত ঈশ্বর সম্পর্কে নিজের অবস্থান/ধারণা আগে পরিষ্কার করতে হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী নাকি অবিশ্বাসী নাকি নিউট্রাল? এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত ধর্মগ্রন্থের মূল বক্তব্য বা মেসেজ উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন ধর, একজন সাহিত্যিক একটি মূল মেসেজের উপর ভিত্তি করে ৩০০ পাতার একটি উপন্যাস লিখে ফেললেন। সেই মূল ঘটনার পাসাপাসি হয়তো আরো অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা-বাতাও আছে। এখন কেহ যদি ৩০০ পাতার উপন্যাস পড়ে সেই মূল মেসেজটাকে উদ্ধার করতে না পারে তাহলে কিন্তু তার উপন্যাস পড়াটাই বৃথা। আশা করি এ বিষয়ে তুমি আমার সাথে একমত হবে।

কোরান পড়ে আমার কাছে যে ধারণা হয়েছে সেটা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি :

- কোরান একটি গ্রন্থ (বা ধর্মগ্রন্থ)।
- গ্রন্থটা নিজেকে ঈশ্বরের বাণী বা ইন্সপাইরেশন বলে দাবী করেছে।
- সেই দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি স্বরূপ কিছু ইনফরমেশন যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি আবার সেই দাবীকে ভুল প্রমাণ করার জন্য একটি ফলসিফিকেশন টেস্ট-ও দিয়ে রাখা হয়েছে।
- তারপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, ‘এই যে একটি গ্রন্থ। তোমরা মুক্তমনে পড়ে দেখ। গ্রন্থটা যদি ঈশ্বরের ইন্সপাইরেশন না হয় তাহলে কার ইন্সপাইরেশন হবে?’
- তারপর বলা হয়েছে, ‘কোরান পড়ে তোমরা যদি সন্তুষ্ট হও এবং মেনে নাও সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর সন্তুষ্ট হওয়ার পর-ও যদি মেনে না নাও সেক্ষেত্রে কিন্তু শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে ঈশ্বর চাইলে ক্ষমা করেও দিতে পারেন। আর কোরানকে মেনে নেওয়া বা না-নেওয়ার জন্য কোনরকম পার্থিব জোর-জবরদস্তি বা শাস্তির বিধান-ও রাখা হয় নাই।’

ব্যাস, এবার উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে কেহ মুক্তমনে কোরান পড়ে গ্রহন বা বর্জন যে কোনটা করতে পারেন। তোমার কাছে কী মনে হয় জানিনা, আমার কাছে কিন্তু একটি র্যাশনাল ও লজিক্যাল এ্যাপ্রোচ বলেই মনে হয়।

আমার দুর্বল যুক্তিপূর্ণ উত্তরগুলোকে তুমি কিভাবে নিচ্ছ, জানি না! তবে আমার দৌড়-ও কিন্তু এ পর্যন্তই! এর চেয়ে ভালো উত্তর হয়তো দিতে পারবো না। তবে একটি ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহার করলে তোমার প্রশ্নগুলোর বেশীরভাগ-ই হয়তো তোমার মনে উদয় হতো না।

তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ।

ভালো থেকো।

রায়হান

21-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com